১০১

দৈনিক সংবাদ

তারিখ 09 SEP 1992
পৃষ্ঠা ১ কলাম ১

ঢাকা কলেজের ছাত্রদের সঙ্গে পুলিশ বিডিআরের সংঘর্ষ ।। ২৫ জন আহত

বাকুশাহ মার্কেটে ছাত্রদের অগ্নিসংযোগের চেষ্টা ।। গ্রেফতার ৬

(বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা)

ঢাকা কলেজের ছাত্রদের সঙ্গে পুলিশ ও বিডিআর–এর তিন ঘন্টাব্যাপী সংঘর্ষে গতকাল মঙ্গলবার ২৫ জন ছাত্র আহত হয়। এদের মধ্যে একজনের অবস্থা আশংকাজনক। সংঘর্ষ চলাকালে পুলিশ কমপক্ষে ২০ রাউন্ড টিয়ার গ্যাস নিক্ষেপ করে।

এসময় পুলিশ ৬ জন ছাত্রকে গ্রেফতার করে। পরে বিক্ষুব্ধ ছাত্ররা ১টি গাড়ি পুড়িয়ে দেয় এবং ২টি গাড়ি ভাংচুর করে। এ সময় ৭/৮ রাউন্ড গুলির শব্দ শোনা যায়। সংঘর্ষ চলাকালীন নিউমার্কেট মোড় থেকে সায়েন্স ল্যাবরেটরী মোড় পর্যন্ত রাস্তায় যানবাহন চলাচল বন্ধ থাকে।

উদ্ভূত ঘটনা নিয়ে ঢাকা কলেজের ছাত্ররা গতকাল সন্ধ্যায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে দেখা করতে যায়। কিন্তু স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বাসায় না থাকায় ছাত্ররা ফিরে আসে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, গত ২৫শে আগস্ট ঢাকা কলেজের মেধাবী ছাত্র ফরহাদ হোসেন মোল্লার হত্যাকান্ডের পর

মাথায় আঘাত পেয়েছে ছাত্র ওমর ফারুক। তার অবস্থা আশংকাজনক।
—সংবাদ

হত্যাকারীদের গ্রেফতার করার জন্য স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দেয়া সময় গত ৭ই সেপ্টেম্বর সোমবার শেষ হয়ে যায়। উক্ত সময়ের মধ্যে ফরহাদের হত্যাকারীদের গ্রেফতার না করার প্রতিবাদে গতকাল মঙ্গলবার সাড়ে এগারোটায় ঢাকা কলেজ ছাত্র সংসদ এবং সর্বদলীয় ছাত্রঐক্য একটি মিছিল বের করে। এক পর্যায়ে মিছিলটি নীলক্ষেত বাকুশাহ মার্কেটের সামনে উপস্থিত হয়। এ সময় সাধারণ ছাত্ররা তাদের দাবি অনুযায়ী নীলক্ষেত বাকুশাহ মার্কেট উচ্ছেদ করার কাজ শুরু না করায় ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে এবং বিক্ষুব্ধ ছাত্ররা বাকুশাহ মার্কেটের সাইনবোর্ড ও কিছু দোকানের আসবাবপত্রে অগ্নিসংযোগের চেষ্টা চালায়। এই সময় পুলিশ ও বিডিআর বাধা প্রদান করে। শুরু হয় ছাত্রদের সঙ্গে পুলিশ ও বিডিআর–এর সংঘর্ষ।

সংঘর্ষের এক পর্যায়ে পুলিশ ও বিডিআর ছাত্রদের ওপর লাঠিচার্জ এবং টিয়ার গ্যাস নিক্ষেপ করে।

এ সময় এ এলাকায় এক আতংকজনক অবস্থার সৃষ্টি হয়। সাধারণ ছাত্র ও পথচারীরা প্রাণভয়ে এদিক–ওদিক ছুটোছুটি করতে থাকে।

পুলিশের লাঠিচার্জে ২৫ জন ছাত্র আহত হয়। আহতদের মধ্যে যাদের নাম পাওয়া গেছে তারা হল ছাত্রদল নেতা আশরাফুজ্জামান প্রিন্স, ছাত্র ইউনিয়ন নেতা মাহবুবুল হক রিপন ও ওমর ফারুক, কলেজ ছাত্র রতন চৌধুরী, তানভীর, তৌহিদ ও পলাশ। এদের মধ্যে ওমর

ঢাকা কলেজ : পৃঃ ৮ কঃ ৫

ঢাকা কলেজ : বিডিআরের সঙ্গে ছাত্রদের সংঘর্ষ

(১ম পাতার পর)

ফারুক মারাত্মকভাবে আহত হয়। মাথায় রাইফেলের বাঁটের আঘাত লাগায় তার মাথার খুলি ফেটে যায়। রক্তাক্ত অবস্থায় তখনই তাকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। রাতে অবস্থার অবনতি হলে তাকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল থেকে সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়।

পুলিশ–বিডিআর–এর লাঠিচার্জের ফলে ছাত্ররা আরো উত্তেজিত হয়ে ওঠে। তারা একটি প্রাইভেট কার (ঢাকা গ–৫৭২১) পুড়িয়ে দেয় এবং একটি মাইক্রোবাস (লক্ষীপুর চ–০২–০০০১) এবং একটি বেবীট্যাক্সি (ঢাকা মেট্রো দ–৮০৮৪) ভাংচুর করে। পুলিশ এ সময় ৬ জন ছাত্রকে গ্রেফতার করে।

এ ব্যাপারে ধানমন্ডি থানার সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তারা জানান, এ ঘটনার পর পুলিশ বাদী হয়ে উক্ত থানায় একটি মামলা দায়ের করে। পুলিশ সূত্র আরো জানান, গ্রেফতারকৃত ৬ জন ছাত্র হচ্ছে শফিকুল ইসলাম, ইব্রাহিম, আনিসুল ইসলাম, নাজমুল হাসান দর্পণ, সুজন ও সৈয়দ।

অধ্যক্ষের সঙ্গে ছাত্র ও শিক্ষকদের বৈঠক

বেলা তিনটার দিকে কলেজ অধ্যক্ষের সাথে ছাত্র–শিক্ষদের এক জরুরী সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় কলেজ অধ্যক্ষ আগামী সাতদিনের মধ্যে সরকারী পদক্ষেপের মাধ্যমে বাকুশাহ মার্কেট উচ্ছেদ করা হবে বলে আশ্বাস দেন। সাতদিনের মধ্যে এ পদক্ষেপ না নেয়া হলে ঢাকা কলেজের সাধারণ ছাত্ররা বৃহত্তর আন্দোলনের কর্মসূচী দেবে বলে ছাত্রদের পক্ষ থেকে বলা হয়।

ঢাকা কলেজ শিক্ষক পরিষদ

ঢাকা কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক মোঃ লতিফুর রহমানের সভাপতিত্বে গতকাল দুপুরে ঢাকা কলেজ শিক্ষক পরিষদের এক জরুরী সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় সর্বসম্মতিক্রমে গত ২৫শে আগস্ট বাকুশাহ মার্কেটে নৃশংসভাবে নিহত ঢাকা কলেজের ছাত্র ফরহাদের হত্যাকান্ডের বিচার এবং অবিলম্বে সন্ত্রাস ও অপরাধের কেন্দ্রবিন্দু বাকুশাহ মার্কেট উচ্ছেদের দাবি জানানো হয়।

সভায় আগামী সাতদিনের মধ্যে বাকুশাহ মার্কেট উচ্ছেদের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও শিক্ষা সচিব কর্তৃক কলেজ অধ্যক্ষকে দেয়া আশ্বাস বাস্তবায়নের জন্য সরকারের প্রতি বিশেষভাবে আবেদন জানানো হয়।

ঢাকা কলেজ শিক্ষক পরিষদ এ সভা থেকে ঢাকা কলেজে পড়াশুনা অব্যাহত রাখা এবং মাধ্যমিক শ্রেণীতে ভর্তির অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির জন্য ধৈর্য ও সংযম রক্ষার জন্য কলেজের ছাত্রদের প্রতি আহ্বান জানায়।

ঢাকা কলেজের ছাত্রদের মিছিলের ওপর পুলিশ ও বিডিআর–এর হামলার নিন্দা জানিয়ে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন গতকাল মঙ্গলবার পৃথক পৃথক বিবৃতি দিয়েছে।

বিবৃতিদাতা ছাত্র সংগঠনগুলো হচ্ছে ছাত্রলীগ (ম–ই), ছাত্র ইউনিয়ন, ছাত্রলীগ (মো–বি), ছাত্রমৈত্রী, সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্ট, ছাত্র ফেডারেশন, গণতান্ত্রিক ছাত্র ইউনিয়ন, ছাত্র সমিতি ও ঢাকা কলেজ ছাত্র সংসদ।